আমার যত কৃতজ্ঞতা

নির্মল পাল

'একুশ আমার অহংকার'। একুশ সব বাঙালীর অহংকার। একুশ হ'য়ে উঠুক বিশ্বের সকল ভাষাভাষির অহংকার। এই প্রত্যাশা নিয়েই ৩০শে অক্টোবর ২০০৪ একুশে বইমেলা পরিষদ এর বার্ষিক সাধারন সভা সংগঠনের গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন এনে নতুন সংযোজনী '*to Uphold International Mother Language Day in the Multicultural Society'* সহ সংগঠনের নাম 'একুশে বইমেলা পরিষদ ইন্‌ক' এর পরিবর্তে 'একুশে একাডেমী অষ্ট্রেলিয়া ইন্‌ক' রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। গঠনতন্ত্রে এই সংযোজনের পাশাপাশি সংগঠনের নতুন নামাকরণ সংগঠনকে যেমনি বইমেলা'র সীমাবদ্ধ গন্ডি থেকে "একাডেমী" পর্যায়ে উত্তরণ করেছে ঠিক তেমনি, সংগঠনের লক্ষ্য শুধুই বাঙালীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সকল ভাষাভাষির অসীম পরিধিতে ব্যপ্ত করেছে। কে জান্‌ত 'একুশে একাডেমী অষ্ট্রেলিয়া ইন্‌ক' এর সেদিনের নে'য়া এ সিদ্ধান্তই বছর গড়াতে না গড়াতেই গড়ে তুলবে একের পর এক ইতিহাস।

আমার কৃতজ্ঞতা 'একুশে একাডেমী অষ্ট্রেলিয়া ইন্‌ক' এর সকল সাধারন সদস্যের প্রতি, যাঁরা আমাকে এই ইতিহাস গড়ার নেতৃত্বের মুকুটটি পরিয়ে দিয়ে আমাকে আমৃত্যু ঋণের শৃংখলে বেঁধে ফেলেছেন। নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দের আশায় ফেলে আসা দেশমাতৃকার প্রতি অবহেলার যে যাতনা এ প্রবাসী জীবনে আমাকে প্রতিনিয়ত কুরে কুরে খাচ্ছিল, ৩০শে অক্টোবর ২০০৪ থেকে ২০শে আগষ্ট ২০০৬ কালীন সময়ে আমাদের নিবেদিত শ্রম, মেধা ও ত্যাগ আমাকে সে অপরাধ বোধ থেকে মুক্তি দিয়েছে। আমার জীবনের এই সর্বোৎকৃষ্ট সময়ের সমাপ্তি ঘটলো, গত ১২ই সেপ্টেম্বর নব নির্বাচিত সভাপতি জনাব নেহাল নেয়ামুল বারীর নিকট দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ার মাধ্যমে। আমি আজ সত্যিই গর্বিত ও মুক্ত, এবং সেই সাথে জানা অজানা অনেকের কাছেই কৃতজ্ঞ। আমি আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়োজন এবং সম্পর্ককে তুচ্ছ করে, সকল বাধা বিপত্তিসহ হুম্‌কিকে পাশ কাটিয়ে আমাব প্রতি অর্পিত দায়িত্বকে অটুট্‌ ও অক্ষুন্ন রেখে 'একুশে একাডেমী অষ্ট্রেলিয়া ইন্‌ক' এর র্কমতৎপরতাকে যে বিশ্ব দরবারে উপস্থাপনে সমর্থ হ'য়ে ইতিহাস গড়ার দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি, তা অত্যন্ত গৌরবের। এই বিরল গৌরবের মূল উৎস একুশের প্রতি আমাদের সকলের নিখাদ ভালবাসা। মাতৃভাষার প্রতি এই নিখাদ ভালবাসা লালনকারি সকল ভাষাপ্রেমীর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

'একুশে একাডেমী অষ্ট্রেলিয়া ইন্‌ক' এর ইতিহাস গড়ার ইতিহাসের মূল প্রেরণা হল, নতুন ভাবে একুশে একাডেমী প্রেক্ষাপটে রচিত একুশে চেতনা ভিত্তিক "***কন্‌সেপ্ট পেপার***"। যার প্রতিপাদ্য বিষয় ইউনেস্‌কো কর্তৃক স্বিকৃত 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর সূত্র ধরে বিশ্ব দরবারে একুশের চেতনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া। এই কন্‌সেপ্ট পেপার এ নিরূপিত মিশন ও ভিশন, এবং নির্দেশিত কৌশলই এই ইতিহাস গড়ার মুল চাবি কাঠি। যার প্রথমেই রয়েছে ***প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ–এর প্রতিষ্ঠার*** *রূপরেখা। দ্বিতীয়ত* ***একুশে র্কণার এট্‌ পাবলিক লাইব্রেরী কন্‌সেপ্ট*** এর বাস্তবায়ন এবং পরবর্তিতে রয়েছে ***অষ্ট্রেলিয়ায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে সরকারী পর্যায়ে উদ্‌যাপন*** এর মাধ্যমে বহুজাতিক এ সমাজে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে গ্রহনযোগ্য করে তোলার নীতি নির্দেশনা। এই কন্‌সেপ্ট পেপার চূড়ান্তকরণসহ অনুমোদনে সম্পৃক্ত সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাছাড়াও বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০০৫ এর একুশে বই মেলায় এই কন্‌সেপ্ট পেপার এর খসড়া দেখে তাৎক্ষনিকভাবে সম্ভাব্য সকল সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে উৎসাহিত করেছেন এ্যাসফিল্ডের মেয়র জনাব রে জোন্‌স, মান্যবর হাই কমিশনার আসরাফ্‌ উদ্‌ দৌলা এবং অনারেবল জুলি ওন্‌স এমপি, আমি তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

এ্যাসফিল্ড পার্কে প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ প্রতিষ্ঠার মৌখিক প্রস্তাবে এ্যাসফিল্ডের প্রাক্তন মেয়র জনাব মার্ক বনানোর সার্বিক সহায়তা প্রদানের জোরালো প্রতিশ্রুতি এবং যথারিতি কাউন্সিলের সভায় অনুমোদন লাভসহ প্রকল্প বাস্তবায়নে

কাউন্সিলের মহাব্যবস্থাপক ডঃ ডেভিড নিভেনকে দায়িত্ব প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। মহাব্যবস্থাপক ডঃ ডেভিড নিভেন এর দক্ষ এবং ম্যাজিকেল ব্যবস্থাপনায় এই প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সকল বিভাগীয় অনুমোদন, ব্যয়ের সাশ্রয় এবং কাউন্সিলের কারিগরী সহায়তা লাভ সম্ভব হয়েছে, আমি কাউন্সিলের সকল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। স্মৃতিসৌধ এর জন্য প্রস্তাবিত নক্শা ও মৌলিক বিষয় সমূহের সন্নিবেশনে ডঃ ডেভিড নিভেন এর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতাসহ স্থাপত্যজ্ঞান দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখে। ঐতিহাসিক এই নক্শাকে বহুজাতিক সমাজের গ্রহনোপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে ডঃ ডেভিড নিভেন কর্তৃক ত্রিমুখী আলোচনার নিয়মিত ব্যবস্থাসহ সুদুর 'অরেঞ্জ' পর্যন্ত ভ্রমন করা আমাব কাছে এক অনন্য অভিজ্ঞতা। স্মৃতিসৌধ র্নিমানে অভিজ্ঞ মেমোরিয়াল নির্মাতা জনাব ইয়ান মার এর আগ্রহ, সৃজনশীলতা এবং সম্পৃক্ততা সামগ্রিকভাবেই অর্থবহ। স্মৃতিসৌধের নক্শা চূড়ান্তকরণ, এর সৌন্দর্য বর্ধন, মূল ফলক অনুসন্ধান ও স্বল্পমূল্যে সংগ্রহ, সর্বোপরি নিয়মিত আলোচনার প্রতিটি স্তরে আগ্রহ ও অবদানের জন্য আমি জনাব ইয়ান মার এর কাছে কৃতজ্ঞ। স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়নে মান্যবর হাই কমিশনার আসরাফ্ উদ্ দৌলার আগ্রহ, উদ্যোগ, উপদেশ এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে অনুদানের ব্যবস্থাগ্রহণের জন্যে হাই কমিশনের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীসহ তাঁর কাছে, এবং এই অনুদান অনুমোদনের জন্যে প্রধানমন্ত্রী মাননীয়া বেগম খালেদা জিয়ার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ব্যয় সংকুলানে অর্থ সংগ্রহের জন্যে অনারেবল্ ভারজিনিয়া জাজ্ এমপি, এবং মেয়র রে জোন্স এর উদ্যোগ গ্রহনের ফলে অনারেবল্ মুখ্যমন্ত্রী মরিশ ইয়ামা'র অফিস থেকে প্রাপ্ত অনুদানের জন্য আমি তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। তাছাড়াও সকল মাতৃভাষাপ্রেমী অনুদানকারী, যাঁদের আর্থিক অনুদান ছাড়া এ মহৎ উদ্যোগ বাস্তবায়ন সম্ভব হত না, আমি তাঁদের সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ।

একুশে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার ইস্যুতে একুশে কর্ণার এট্ পাবলিক লাইব্রেরী কন্সেপ্ট কে নিউ সাউথ ওয়েল্স পাবলিক লাইব্রেরী সিস্টেমে অন্তর্ভূক্ত করার সম্ভাব্যতার ইঙ্গিত ও প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস প্রদানের জন্য মিসেস ওরিয়ানা একেডোভেডো, কন্সালটেন্ট মাল্টিকাচ্রাল ইউনিট, নিউ সাউথ ওয়েল্স ষ্টেট্ লাইব্রেরীর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। একুশে কর্ণার এট্ পাবলিক লাইব্রেরী কন্সেপ্ট কে সামনে রেখে এ্যাসফিল্ড লাইব্রেরীতে একটি ট্রায়াল প্রকল্পের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রাক্তন লাইব্রেরী ম্যানেজার মিসেস লিন্ডা বাথার্স এর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা। একুশে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠায় সার্বিক সহায়তার আশ্বাস প্রদানের জন্য বাংলা একাডেমীর মহা পরিচালক জনাব ডঃ আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

অষ্ট্রেলিয়ায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে সরকারী পর্যায়ে উদ্যাপনের উদ্যোগকে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসাবে অনারেবল এন্থনী আলবেনিজি এমপি কর্ত্তৃক ফেডারেল পার্লামেন্টে 'মোশন মোভ' বাঙালীদের জন্য একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তাছাড়াও ২৭শে ফেব্রুয়ারী ২০০৬ ফেডারেল পার্লামেন্টে ১৯শে ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের উপর অনারেবল এন্থনী আলবেনিজি এমপি ও অনারেবল জুলি ওন্স এমপি'র দীর্ঘ ঐতিহাসিক বক্তব্য সকল বাঙালী তথা সকল ভাষাপ্রেমীর জন্য বিরল গৌরব বহন করে। আমি তাঁদের এই প্রশংসনীয় অবদানের জন্য কৃতজ্ঞ।

১৯ শে ফেব্রুয়ারীর ২০০৬-র পৃথিবীর প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সফলতা কামনা করে সম্মানীত জাতি সংঘের মহাসচিব, *অষ্ট্রেলিযার মহামান্য গর্ভণর জেনারেল, অষ্ট্রেলিযার অনারেবল প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতা,* নিউ সাউথ ওয়েল্স এর *মান্যবর গভর্ণর ও মাননীয় মূখ্যমন্ত্রী, বাংলাদেশের* মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয়া *প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতৃ, অষ্ট্রেলিযায় ইউনেস্কোর স্থানীয় প্রতিনিধি, মহাপরিচালক বাংলা একাডেমীর* পক্ষ থেকে যে সকল বানী ও বার্তা প্রদান করা হয়েছে, তার জন্য আমি সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

একুশে একাডেমী প্রবর্তীত "***Conserve Your Mother Language***" বার্তাসহ স্মৃতিসৌধ প্রতিষ্ঠা'র উদ্যোগকে বহুভাষা ভিত্তিক এ সমাজে অতি আবশ্যক আখ্যায়িত করে এ্যাসফিল্ড কাউন্সিলের পক্ষ থেকে সকল সাহায্য প্রদানের সুপারিশ প্রদানের জন্য কাউন্সিলস্থ 'লোকাল মাল্টিকাল্‌চারাল ও এথ্‌নিক এফেয়ারস্ কমিটি'র কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই সুপারিশ স্মৃতিসৌধে ব্যবহৃত ১২টি ভাষার ব্যবহার অনুমোদনের পাশাপাশি সংস্লিষ্ট কমিউনিটির সাথে একসাথে কাজ করার সুযোগ স্থাপন করে। আমি এই সকল কমিউনিটির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমার কৃতজ্ঞতা সকলের কাছে, যাঁরা বিভিন্নভাবে, বিভিন্নমাত্রায় এবং ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে একুশে একাডেমীর এই ঐতিহাসিক কর্মকান্ডের প্রচারণার মাধ্যমে এর গুরুত্বকে স্থানীয়ভাবে, বাংলাদেশে এবং সারাবিশ্বের সাধারণের মধ্যে পৌছাতে সাহায্য করেছেন। আমার এই দায়িত্ব কালীন সময়ের মধ্যে নিবেদিত সকল পর্যায় ও স্তরের নেতা, কর্মী, সমর্থক, শিল্পী, কলাকুশলীসহ যাঁরা আমাকে ধৈর্য্য, সতর্ক ও আরও সহনশীল হওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত পরামর্শ দিয়ে সাহস যুগিয়েছেন, তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আমার কৃতজ্ঞতা আমার সহধর্মিনী শ্রীমতি কাজল রেখা পালের কাছে, যাঁর সামগ্রীক উৎসাহ ও উৎসর্গই ছিল আমার একধরনের সহায়হীন সময়ের একমাত্র অবলম্বন। এ সময়ে আমার কন্যাদ্বয়ের উৎসুক্য ও গর্ব অনুভুতি আমাকে দৃঢ় প্রেরণা যুগিয়েছে। ওরা বঞ্চিত হয়েছে এ সময়ের প্রায় সবগুলি সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে। ওদের এই নীরব সহায়তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

সর্বোপরি আমার কৃতজ্ঞতা পরম করুণাময় স্রষ্টার কাছে, যাঁর নির্দেশ বা ইসারা ছাড়া ফেলে আসা জন্মভুমি দেশমাতৃকার জন্য এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন কিছুতেই সম্ভব হত না। আমার গর্ব **আমি বাঙ্গালী**, আমার মায়ের ভাষা **পৃথিবীর শ্রেষ্ট মাতৃভাষা; বাংলা**।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস একুশে একাডেমীর ব্যানারে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর তাৎপর্য্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার যে ধারার সূচনা হয়েছে, তা সভ্যতার শেষ দিন পর্যন্ত বয়ে চলবে। সারা বিশ্বজুড়ে গড়ে উঠবে একুশের চেতনা কেন্দ্রিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ, যার সর্বোচ্চে জ্বল জ্বল করবে বাংলা বর্ণমালা, আর সকল মাতৃভাষা সংরক্ষণে সারা বিশ্বে অনুপ্রেরণা যোগাবে বাঙালী, সকল ভাষাপ্রেমীর কাছে সম্মানীত হবে '৫২'র ভাষা আন্দোলন আর মহান শহীদদের আত্মত্যাগ।

আমার বিনয়াবনত কৃতজ্ঞতা জানা অজানা সকলের প্রতি, যাঁরা ভালবাসে মা'কে এবং মায়ের ভাষাকে। আমার এ দায়িত্ব পালন কালীন সময়ে অজানা ও অনিচ্ছাকৃত আমার সকল ভুল ত্রুটিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনার জন্য আমি আপনাদের সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ।